بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

নং: ১৪৩৯-০৮/০৫ | **শনিবার, ০৫ শা'বান, ১৪৩৯ হিজরী** | **২১/০৪/২০১৮ ইং**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সৌদী নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের কর্মকাণ্ডসমূহে অংশগ্রহণ বিশ্বাসঘাতকতামূলক অপরাধ - ক্রুসেডার আমেরিকা তার ভূ-রাজনৈতিক স্বাথ রক্ষা এবং রাজনৈতিক ইসলামের পুনঃজাগরণকে নিশ্চিহ্ন করতে তথাকথিত এই জোটের জন্ম দিয়েছে

গত সোমবার, ১৬ এপ্রিল, ২০১৮, সৌদী বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সৌদী নেতৃত্বাধীন ৪২টি মুসলিম দেশের সামরিক জোট সৌদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আল-জুবাইল-এ অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী সামরিক মহড়া - "গালফ শিল্ড ১" সমাপ্ত করেছে, যে মহড়ায় বাংলাদেশসহ ২৪টি মুসলিম দেশ অংশ নেয়। মুসলিম দেশসমূহের হাজার হাজার সৈন্য এই সামরিক মহড়ায় অংশ নেয়, যা অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ও মার্কিন যুদ্ধজাহাজসহ মহড়ায় ব্যবহৃত অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জামের দিক দিয়ে এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত অন্যান্য মহড়াসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ বলে বিবেচিত হয়েছে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে, "গালফ শিল্ড ১" মহড়া শুরু হওয়ার পরে একই সময়ে রাজকীয় সৌদী স্থল বাহিনী (আর.এস.এল.এফ) এবং ইউ.এস. আর্মি "জয়েন্ট ফ্রেন্ডশীপ মিলিটারী ড্রিল ২০১৮" নামক আরেকটি মহড়ায় অংশ নেয়, যার উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক সামরিক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ, পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং দুই পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ। যখন সৌদী আরব অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের সাথে যৌথ মহড়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন মার্কিন বাহিনী সৌদীর সামরিক বাহিনীকে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেয়, যা এই বাস্তবতার প্রতিই ইঙ্গিত করে যে সৌদী আরবের নেতৃত্বাধীন এই তথাকথিত ইসলামী সামরিক জোট মার্কিনীদের কর্তৃক পরিকল্পিত একটি প্রতারণাপূর্ণ পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহে তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসমূহ রক্ষা করা, কারণ ইতিমধ্যেই তারা অনুধাবন করেছে "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নামে মুসলিম দেশসমূহে তারা যে আগ্রাসনসমূহ পরিচালনা করছিল তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এবং বর্তমানে মার্কিনীরা আর্থিক ও সামরিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই অনন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সক্ষমতা হারিয়েছে। অতএব, তাদের এধরনের একটি জোটের বড়ই প্রয়োজন ছিল, যা তারা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সবচেয়ে বড় পুতুল বিশ্বাসঘাতক সৌদী সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। *২৯ মে, ২০১৫, মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এবং জন ম্যাককেইন উভয়ই একটি টিভি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করে, ভবিষ্যতে অধিকাংশ যুদ্ধসমূহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের অংশগ্রহণে সম্পাদিত হতে হবে এবং তাদেরকেই সেসব যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে হবে।* এবং এর কিছুদিন পরেই আমরা প্রত্যক্ষ করি, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫, সৌদী আরবের নেতৃত্বে তথাকথিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নামে ৩৪টি দেশের সমন্বয়ে (যা এখন ৪২টি দেশে পরিণত হয়েছে) একটি বৃহৎ সামরিক জোট গঠিত হয়। **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, এদেশের জনগণকে এবং বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে (রেফারেন্স নং: ১৪৩৭-০৩/০১) একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করে, যেখানে ইসলামের পুনরুত্থানকে নিশ্চিহ্নে মুসলিম সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করতে মার্কিনীদের কর্তৃক পরিকল্পিত চরম প্রতারণাকে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানানো হয়। এবং আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর** এই বিষয়ে যে সঠিক তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, কারণ এই সৌদী নেতৃত্বাধীন জোট মার্কিনীদের স্বার্থে ইয়েমেনে ব্যাপক ধ্বংস এবং হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, এবং অপরদিকে বর্তমানের প্রকৃত সন্ত্রাসী সিরিয়ার কসাই বাশার আল-আসাদ, দখলদার ভারত ও ইসরাইল, রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যাকারী মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এই সৌদী নেতৃত্বাধীন জোট কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সাথে প্রত্যক্ষ করলাম, শেখ হাসিনা ও তার সরকার আবারও তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলিমদের মূল্যবোধ এবং আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো, কারণ সে বললো, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" প্রেক্ষিতে গঠিত সৌদী নেতৃত্বাধীন এই জোট মুসলিমদের সংহতির সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে (ডেইলি স্টার, জুন ২৩, ২০১৬) এবং ক্রুসেডার মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে গঠিত এই প্রতারণাপূর্ণ জোটের অংশীদার হতে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে সে বাধ্য করেছে।

হে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! এই সৌদী নেতৃত্বাধীন জোটকে ব্যবহার করে কাফির সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা তার নিজের স্বার্থ হাসিলের যে জঘন্য ষড়যন্ত্র রচনা করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। আপনারা কি এই জোটের কুৎসিত চেহারা কিংবা এর নীরবতাকে প্রত্যক্ষ করেননি – যখন আমেরিকার নষ্ট সন্তান ইসরাইলের অভিশপ্ত ইহুদীরা গত মাসে গাজা সীমান্তে আপনাদের ১৫ জন ফিলিস্তিনী ভাইকে হত্যা করে এবং শতাধিক মুসলিমকে আহত করে, এবং যখন মিয়ানমারের বৌদ্ধ মুশরিকরা হাজারে হাজারে রোহিঙ্গা ভাইদের হত্যা করে আমাদের বোনদের পবিত্রতাকে অসম্মান করে এবং শিশুদেরকে জবাই করে ও জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে, তখন কি এই জোটের বিশ্বাসঘাতক শাসকেরা এধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার জন্য কোন ধরনের সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে? যখন সিরিয়ার কসাই বাশার আল-কালব (কুকুর) সাম্প্রতিক সময়ে দ্যুমায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং কিছুদিন পূর্বে আলেপ্পোতে আপনাদের চোখের সামনে আপনাদের প্রিয় উম্মাহ্'কে গণহারে হত্যা করেছে, তখন কি এই শক্তিশালী সামরিক জোট এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয়েছে, নাকি অসহায় মুসলিমদেরকে বাশারের খুনি বাহিনীর উন্মত্ততার মুখে ছেড়ে দিয়েছে!? সুতরাং, নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের নিমিত্তে ক্রুসেডার আমেরিকা কর্তৃক সৃষ্ট এই সামরিক জোট দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না। হে অফিসারগণ, আপনারা সতর্ক হোন! এই নব্য-উপনিবেশবাদী জোটের অংশীদার হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্'কে ভয় করুন, কারণ এই জোটকে কাশ্মিরের মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কিংবা ফিলিস্তিনের ইহুদী রাষ্ট্র বা সিরিয়ার মার্কিন কুকুর বাশারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে, যাদেরকে তারা "সন্ত্রাসী" হিসেবে আখ্যা দেয়, যদিওবা আল্লাহ্'র দৃষ্টিতে তারাই প্রকৃত সন্ত্রাসী তারাই যারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাণপ্রিয় উম্মাহ্'র শরীর হতে রক্ত ঝরায়। এই জোটের প্রধান নেতা সৌদী যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বক্তব্যের পরও কি আপনারা এই জোটের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন যখন গতমাসে আমেরিকা সফরকালে সে বলেছিল, ইসরাইলীদের তাদের নিজস্ব ভূমিতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে!

আবারও আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মুসলিমদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই জোটে অংশগ্রহণ করলে আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল-এর সামনে আপনাদেরকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। এই জোটে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে হাসিনার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করুন, এবং এই বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীর শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করুন, যারা আপনাদেরকে আল্লাহ্'র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পরিচালিত করে না। বরং তারা আপনাদেরকে মার্কিনীদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হতে দেয়, যা আপনাদের জন্য এই দুনিয়াতে চরম অসম্মান এবং পরকালে নিদারুণ যন্ত্রণা ও শাস্তির সম্মুখিন করবে। সুতরাং, নব্যুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন, যাতে করে এর আমির আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতাহ্'র সাহসী নেতৃত্বে পশ্চিমা ক্রুসেডারদেরকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্'কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।" [সূরা মুহাম্মাদ : ৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ